

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০১০-২০১১

প্রথম খণ্ড

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

এবং

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

[গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক), চট্টগ্রাম এর ২০০৮-২০১০ অর্থ বছরসমূহের এবং খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (খউক), খুলনা এর ২০০৯-২০১০ অর্থবছরসমূহের হিসাব সম্পর্কিত]

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩.	প্রথম অধ্যায়	১
৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সারসংক্ষেপ	৩
৫.	অডিট বিষয়ক তথ্য	৪
৬.	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৫
৭.	অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতির কারণ	৫
৮.	অডিটের সুপারিশ	৫
৯.	দ্বিতীয় অধ্যায়	৭
১০.	আপত্তিসমূহ	৯-২৪
১১.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	২৪

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশস) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশস) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ ০২ চৈত্র/১৪২৩ বঙ্গাব্দ
১৬/০৩/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

স্বাক্ষরিত

(মাসুদ আহমেদ)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল।

মহাপরিচালকের বক্তব্য

পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক), চট্টগ্রাম এর ২০০৮-২০১০ অর্থ বছর সমূহের এবং চেয়ারম্যান, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা এর ২০০৬-২০০৮ ও ২০০৯-২০১০ অর্থ বছর সমূহের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র স্থানীয়ভাবে নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাপ এবং অনিয়মসমূহ সরকারের নজরে আনাই এই নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এবং খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সামগ্রিক লেনদেন ও আয় ব্যয়ের ক্ষুদ্রাংশ অডিট করা হয়েছে বিধায় এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তি ও মন্তব্যগুলো কেবলমাত্র উদাহরণমূলক এবং এগুলো চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এবং খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রশাসনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও ত্রুটি বিচ্যুতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। কাজেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সামগ্রিক আর্থিক অব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক দুর্বলতা, অনিয়ম, ত্রুটি বিচ্যুতি ইত্যাদি দূরীকরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে পারেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনের গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এবং খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং সেবার মান বৃদ্ধিতে এই রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

স্বাক্ষরিত

(নূরুল নাহার)

তারিখ ১৭ মাঘ/১৪২৩
৩০/০১/২০১৭

বঙ্গাব্দ
খ্রিস্টাব্দ

মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১.	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলের পারস্পরিক যোগসাজসে ডেভলপমেন্ট ডিজাইন কনসালট্যান্ট-কে ডিএপি প্রকল্পের কনসালট্যান্ট হিসেবে নিয়োগের উদ্দেশ্যে Bidder pre qualify হতে NOA (Notification of award) পর্যন্ত ব্যাপক অনিয়মের মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদনের ফলে ক্ষতি।	৪,৩৭,৮৬,৭৪৭
২.	সরকারি নির্দেশ অমান্য করে খুলনা নিউ মার্কেট ইজারায় ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বছরের পর বছর নামমাত্র মাসিক ভাড়া ইজারা প্রদানে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৩৮,৯১,০৬,৮২৬
৩.	মংলা মাস্টার প্লান প্রণয়ন কাজে নিয়োজিত কনসালট্যান্ট এর বিল হতে নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে মূসক কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	২৭,২১,৪৫৩
৪.	কেডিএ আন্তঃ জেলা বাস টার্মিনালে সঠিক পদ্ধতিতে টোল আদায় না হওয়ায় ২০০৯-১০ সনে রাজস্ব ক্ষতি।	৫৮,৬০,৪৮১
৫.	সরকার অনুমোদিত লে-আউট প্লানের আলোকে কেডিএ কর্তৃক নির্মিত আন্তঃজেলা বাস টার্মিনালের এলাকায় আবাসিক/বাণিজ্যিক প্লটের অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে লে-আউটভুক্ত এলাকায় বাণিজ্যিক কাম- আবাসিক প্লট বরাদ্দ জনিত অনিয়মে ক্ষতি।	৪৩,১৯,৮৮৫
৬.	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক সরকারি আয়কর বা ভ্যাট বিলম্বে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য সুদ বাবদ অনাদায়ী।	৮২,১৪,৮৪৭
৭.	ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসনের জন্য প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে একই পরিবারের একাধিক সদস্যদের অনিয়মিতভাবে প্লট বরাদ্দ।	---
৮.	নির্ধারিত সময় অপেক্ষা দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হলেও সুদাসলে কর্তৃপক্ষের পাওনা আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ক্ষতি।	১,২০,২২,২১০
৯.	অনুমোদিত নকশা বহির্ভূতভাবে ইমারত নির্মাণকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। নির্মাণ বিধিমালায় সুস্পষ্ট লংঘন।	০
১০.	বরাদ্দপত্র এবং লিজ ডিডের শর্ত ভঙ্গ করে আবাসিক হিসাবে বরাদ্দকৃত প্লট বাণিজ্যিক হিসাবে ব্যবহার করা সত্ত্বেও কনভারশন ফি আরোপ এবং আদায় করা হয়নি।	১,২০,৩৭,৫০০
১১.	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ভবনের স্পেস ব্যবহারকারীগণের নিকট হতে বকেয়া ভাড়া আদায় না করায় ক্ষতি।	৮৪,০৯,৩৩৮
১২.	বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের আলোকে শিল্প প্লটকে বাণিজ্যিক প্লটে রূপান্তর ফি বাবদ আদায়যোগ্য অর্থ আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ক্ষতি।	৮৩,৮৬,০০০
	সর্বমোট জড়িত অর্থ =	৪৯,৪৮,৬৫,২৮৭

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থবছর	: ২০০৮-২০১০, ২০০৬-২০০৮ ও ২০০৯-২০১০ অর্থবছর।
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	: চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম ও খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	: কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা।
নিরীক্ষার সময়	: ৩০-০৯-২০১০ হতে ১৮-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত। ১০-১১-২০০৮ হতে ২৭-১১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত। ২২-৫-২০১১ হতে ০৫-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
নিরীক্ষা পদ্ধতি	: স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ।
নিরীক্ষার তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	: চাহিদাপত্র ইস্যুকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় চিহ্নিতকরণ ও ভাউচার স্যাম্পলিং।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু

- চুক্তি মূল্য এবং বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ।
- নির্মাণ ও মেরামত কাজে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ও বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- আর্থিক ক্ষমতা ও বিধি লংঘন করে ব্যয় করা।
- যথাযথভাবে সরকারের রাজস্ব আদায় না করা।
- পিপিআর-২০০৮ এর অনুশাসন না মানা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।
- বাজেট বরাদ্দ/মঞ্জুরির অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবণতা।
- কোডাল ও আর্থিক বিধি-বিধান প্রতিপালনে অনীহা।
- অর্থ আদায় সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য।
- সঠিকভাবে হিসাবরক্ষণে দায়িত্বশীলতার অভাব।
- নিবিড় তদারকির অভাব।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর প্রবিধানমালা অনুসরণ না করা।

অডিটের সুপারিশ

- প্রতিবেদনে/রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত সকল অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা এবং প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে অনিয়মিত ব্যয় নিয়মিতকরণ।
- অডিট আপত্তি নিরসনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সময়ানুগ হস্তক্ষেপ নিশ্চিতকরণ।
- আর্থিক বিধিবিধান এবং প্রশাসনিক আদেশ কঠোরভাবে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষের তদারকি গতিশীল করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করে তা নিরসনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- অনুমোদিত পিপি অনুসরণ নিশ্চিত করা।
- ঠিকাদারি বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশ যথাযথভাবে পরিপালন করা।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর প্রবিধানমালা অনুসরণ করা।
- সরকারি রাজস্ব আদায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

শিরোনাম : প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলের পারস্পরিক যোগসাজসে ডেভেলপমেন্ট ডিজাইন কনসালট্যান্ট-কে ডিএপি প্রকল্পের কনসালট্যান্ট হিসেবে নিয়োগের উদ্দেশ্যে Bidder pre qualify হতে NOA (Notification of award) পর্যন্ত ব্যাপক অনিয়মের মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন ৪,৩৭,৮৬,৭৪৭ টাকা।

বিবরণ :

- চেয়ারম্যান, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনার ২০০৯-১০ সালের নিরীক্ষায় জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন “কনসালটেন্সি সার্ভিস ফর প্রিপারেশান অব ডিটেইল্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর দ্যা খুলনা মাস্টার প্ল্যান এরিয়া” প্রকল্পের নথি ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা ও নিরীক্ষা অনুসন্ধানে অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে। ডেভেলপমেন্ট ডিজাইন কনসালটেন্ট-কে (ডিডিসি) কনসালট্যান্ট হিসেবে নিয়োগের জন্য প্রকল্পের শুরু হতে যে সকল অনিয়মের আশ্রয় নেয়া হয়েছে তা নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণিত হল :
- নিরীক্ষা অনুসন্ধানে জানা যায় “প্রিপারেশান অব ডিটেইল্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর দ্যা খুলনা মাস্টার প্ল্যান (ডিএপি)” প্রকল্পের কনসালট্যান্ট হিসাবে ডেভেলপমেন্ট ডিজাইন কনসালটেন্ট লিঃ (ডিডিসি) কে নিয়োগদানের জন্য স্ট্যান্ডার্ড রিকোয়েস্ট ফর এপ্লিকেশান এন্ড প্রোপজাল (এসআরএপি) এর টেকনিক্যাল ধারাগুলো এমনভাবে প্রণয়ন ও সন্নিবেশিত করা হয়, যাতে অন্য কোন কনসালটেন্সি ফার্ম কর্তৃক তা পূরণ করা সম্ভব না হয়। নিরীক্ষার চাহিদা সত্ত্বেও প্রথম প্রণীত এসআরএপি ও অনুমোদিত এসআরএপি এর কপি নিরীক্ষাকে সরবরাহ করা হয়নি।
- বিডার প্রি-কোয়ালিফাই পদ্ধতিতে অস্বচ্ছতা রেখে মাত্র ৪টি প্রতিষ্ঠানকে প্রি-কোয়ালিফাই করা হয়। অথচ এর চেয়েও আরো যোগ্যতা সম্পন্ন অথবা সমমানের কনসালটেন্সি ফার্ম আবেদন করলেও তাদের বাদ দেয়া হয়েছে। বিডার প্রি-কোয়ালিফাই সংক্রান্ত রেকর্ডপত্রাদি নিরীক্ষায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও তা নিরীক্ষাকে সরবরাহ করা হয়নি।
- প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ১৪-৯-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে প্রি-কোয়ালিফাইড ৪টি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে টেকনিক্যাল এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল প্রোপজাল চাওয়া হয় এবং ১১-১০-২০০৯ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে তা জমাদানের নির্দেশ দেয়া হয়। ৩টি প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে শেলটেক লিমিটেড এন্ড এসোঃ, জিবিএল এন্ড এসোঃ ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যান কনসালটেন্ট লিঃ (ইপিসি) এন্ড এসোসিয়েটস্কে প্রোপজাল জমা দেয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় না দেয়ায় প্রোপ্রোজাল জমাদানে অপারগতা প্রকাশ করেন। অথচ চিহ্নিত প্রতিষ্ঠান ডিডিসি সময় বৃদ্ধির আবেদন করেননি। এতেই প্রমাণিত হয় অনুমোদিত এসআরএপি ডিডিসি এর প্রভাবে প্রণীত ও অনুমোদিত হয়েছিল। ফলে এসআরএপি এর কারিগরী বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠানটি দ্রুত পূরণ করে জমাদানের জন্য প্রস্তুত ছিল। কর্তৃপক্ষের অধীনে বাস্তবায়নাধীন অপর জিওবি প্রকল্প “কনসালটেন্সি সার্ভিস ফর প্রিপারেশান অব স্ট্রাকচার প্ল্যান, মাস্টার প্ল্যান এন্ড ডিটেইল্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর দ্যা এক্সিকিউশন অব খুলনা মাস্টার প্ল্যান এরিয়া আপ টু মংলা টাউন” প্রকল্পের নিয়োজিত কনসালট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যান কনসালটেন্ট লিঃ (ইপিসি) আরো দ্রুত সময়ে কাজটির প্রোপজাল জমাদানের কথা। কারণ উক্ত কাজটি একই এবং আরো ব্যাপক। অথচ (ইপিসি) সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অপারগতা প্রকাশ করলেও ডিডিসি করেনি। অন্য ৩টি প্রতিষ্ঠান অপারগতা প্রকাশে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ২৫-১০-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত প্রোপজাল জমাদানের জন্য সময় বৃদ্ধি করেন।
- শেলটেক লিমিটেড এর ১৯-১০-২০০৯ খ্রিঃ তারিখের, ইপিসি এর ২০-১০-২০০৯ তারিখের ও জিবিএল এর ২১-১০-২০০৯ খ্রিঃ তারিখের পত্রে প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে জানান যে, সংগৃহীত এসআরএপি এ উল্লিখিত কনসালট্যান্ট ফার্ম সিলেকশন প্রোসিডিউরসহ আরো কতগুলো বিষয় পিপিআর এর সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। তাছাড়া খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সভাকক্ষে ১৩-৪-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রি-প্রোপজাল মিটিং এ বর্ণিত অসংগতির উপর আলোচনাকালে প্রকল্প পরিচালক মোঃ মুজিবুর রহমান জানান যে, এসআরএপি এর অসংগতিসমূহ সংশোধন করে সংশোধিত এসআরএপি এর মাধ্যমে প্রস্তাব চাওয়া হবে। কিন্তু পরবর্তীতে কোন সংশোধন ব্যতীত ডিডিসি প্রভাবিত এসআরএপি এর মাধ্যমে প্রস্তাব জমাদানে সম্মতি জানান। অথচ একমাত্র

ডিডিসি তার দ্বারা প্রভাবিত এবং পিপিআর এর সাথে অসংগতি ও ত্রুটিপূর্ণ এসআরএপি এর ভিত্তিতে প্রোপোজাল জমা দেন। কিন্তু আইনী জটিলতার আশংকায় প্রকল্প কর্তৃপক্ষ প্রোপোজালটি বাতিল করেন। বর্ণিত ত্রুটিপূর্ণ এসআরএপি নিরীক্ষাকে সরবরাহ করা হয়নি।

- অতঃপর এসআরএপি সংশোধন করে ১-৪-২০১০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে পুনঃ প্রস্তাব দাখিলের নির্দেশ দিয়ে ৭-৩-২০১০ খ্রিঃ তারিখে ৪টি প্রতিষ্ঠানকে পত্র দেয়ার প্রেক্ষিতে বর্ণিত ৪টি প্রতিষ্ঠান প্রস্তাব দাখিল করেন। এতে প্রমাণিত হয় পূর্বের ত্রুটিপূর্ণ এসআরএপি পিপিআর এর আলোকে প্রণীত হয়নি। যা ডিডিসি দ্বারা প্রভাবিত। এরপর ডিডিসি প্রভাবিত মূল্যায়নের নামে Technical Evaluation Committee (TEC) দ্বারা ডিডিসিকে যোগ্য বলে সুপারিশ করা হয়।
- প্রস্তাবে অংশ গ্রহণকারী অন্যতম প্রতিষ্ঠান শেলটেক লিমিটেড প্রকল্প পরিচালক বরাবর ১১-৪-২০১০ খ্রিঃ তারিখে লিখিত পত্রে দেখা যায় মূল্যায়ন কমিটির অন্যতম সদস্য খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনাব আশরাফুল আলম এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত ডিডিসির একটি প্রকল্পে ডেপুটি টীম লিডার হিসাবে কর্মরত আছেন যা তদন্তে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। ফলে ডিডিসি'র পক্ষে সুপারিশকৃত বর্ণিত সুপারিশ বাতিল করে ডিডিসিকে পুনরায় সুপারিশের জন্য নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।
- পিপিআর-২০০৮ এর ধারা-৯ (৪) অনুযায়ী প্রস্তাব দাখিলের সম্ভাবনা রয়েছে বা দাখিল করা হয়েছে এরূপ কোন ব্যক্তির সহিত ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত থাকলে এরূপ কোন ব্যক্তিকে মূল্যায়ন কমিটির সদস্য করা যাবে না। কিন্তু পর্যালোচনায় দেখা যায় অন্যতম সদস্য জনাব আশরাফুল আলম বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরির পাশাপাশি ডিডিসি'র একজন বেতনভোগী কর্মকর্তা, যা নৈতিকতা ও আইন বহির্ভূত। ডিডিসিতে কর্মরত সদস্যকে টিইসি কমিটির সদস্য করায় বর্ণিত প্রতারণা ঘটেছে। পিপিআর-২০০৮ এর ধারা -১২৭ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও ডিডিসি বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ তাকে প্রস্তাব প্রক্রিয়া হতে বাদ দেয়া আবশ্যিক থাকলেও তা করা হয়নি।
- অতঃপর পুনঃ প্রস্তাবের মাধ্যমে কারিগরী মূল্যায়নের নামে ও আর্থিক মূল্যায়ন করতঃ একই প্রতিষ্ঠান ডিডিসি-কে প্রকল্পের কনসালট্যান্ট হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ করার প্রেক্ষিতে ৪,৩৭,৮৬,৭৪৭ টাকার চুক্তি সম্পাদন করা হয়।
- বর্ণিত কারিগরী মূল্যায়নের সংক্রান্ত রেকর্ডপত্রাদি নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি। এভাবে পূর্ব পরিকল্পনার ভিত্তিতে দুর্নীতি, প্রতারণা ও প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের মাধ্যমে একটি গুরুতর অনিয়ম সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ণিত অনিয়মিত প্রক্রিয়াকালীন জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান প্রকল্প পরিচালক ছিলেন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ডিপিপি এবং পিপিআর অসুসরণ করে যথাযথভাবে কনসালট্যান্ট ফার্ম নিয়োগ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব নিরীক্ষায় গ্রহণযোগ্য নয়। পারস্পরিক যোগসাজসে ডিডিসিকে কনসালট্যান্ট হিসাবে নিয়োগের জন্য বিবিধ প্রতারণার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। কোন রেকর্ডপত্রাদি নিরীক্ষাকে সরবরাহ করা হয়নি, যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮(১) অনুচ্ছেদের লংঘন।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১৪-০৯-২০১১ খ্রিঃ ও ১১-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৭-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৬-০৯-১০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর আধা সরকারী পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- অনিয়ম ও দুর্নীতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ দায়ীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

শিরোনাম : সরকারি নির্দেশ অমান্য করে দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে খুলনা বিভিন্ন মার্কেট বছরের পর বছর নামমাত্র মাসিক ভাড়া ইজারা প্রদান করায় সরকারের ৩৮,৯১,০৬,৮২৬ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ :

- চেয়ারম্যান, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনার ২০০৯-১০ সালের নিরীক্ষায় ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুতর অনিয়ম ও ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়েছে। নিরীক্ষায় প্রাপ্ত অনিয়ম নিম্নরূপ :
- সরকার অনুসৃত নীতিমালা অনুযায়ী সরকার অধিগ্রহণকৃত/মালিকানাধীন সকল বাণিজ্যিক প্লট/ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে বরাদ্দ/ইজারা প্রদান করতে হবে। কিন্তু খুলনা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত কেডিএ নিউ মার্কেট, কেডিএ নিউ মার্কেটের পার্শ্বে নিউ মার্কেট (চাউল মার্কেট) দোকানসমূহ যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৭৩ সনে স্থাপিত হওয়ার পর বরাদ্দ প্রাপ্তদের দরপত্র ব্যতীত একই সংগে সর্বোচ্চ ২৫ বৎসর, ২০ বৎসর পর্যন্ত ভাড়া চুক্তি/ইজারা নবায়নের মাধ্যমে বৎসরের পর বৎসর বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে।
- উপরন্তু প্রান্তিক মার্কেট, রূপসা মার্কেট ও শিরোমনি মার্কেট খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও বরাদ্দ প্রাপ্তদের দরপত্র আহ্বান না করে ভাড়া চুক্তি/ইজারা নবায়নের মাধ্যমে বৎসরের পর বৎসর বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে।
- এছাড়া কেডিএ নিউ মার্কেটের পূর্ব কোনায় ৫২৭৬ বর্গফুট (৪৯০.৩৩ বর্গমিঃ) ফাস্টফুড রেস্টুরেন্ট “গ্রীল হাউজ” নিরীক্ষাকাল পর্যন্ত সরকার নির্ধারিত হারে মাসিক ভাড়া নির্ধারণ করতঃ নতুন লিজ চুক্তি সম্পাদন না করে চুক্তি নবায়নের মাধ্যমে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
- নিরীক্ষাকালে সরেজমিনে যাচাইয়ে দেখা যায় নিউ মার্কেটে ২৯২টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/দোকান আছে যার প্রতিটির গড় আয়তন ১৬.৭২ বর্গমিটার। পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে প্রতিটি দোকানের ভাড়া ধার্য করা হয়েছিল প্রতি মাসে ১২৫/- টাকা। ২৭ বৎসরের পর প্রতিটি দোকানের ভাড়া ০১-১-১৯৯৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩১-১২-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত ২৫ বৎসর মেয়াদি লিজ চুক্তির মাধ্যমে প্রতি দোকান ৩০৪ টাকা পুনঃ নির্ধারণ করা হয় (সূত্র-খুউকঃ ২২৯৫ তারিখঃ ১১-৮-৯৩)। অথচ লিজ চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার ১০ বছর পূর্বেই ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ইজারা চুক্তির মেয়াদ ২০২৫ সাল পর্যন্ত নবায়ন করা হয় এবং পাঁচ বৎসর অন্তর ১০% বৃদ্ধি সাপেক্ষে মাসিক দোকান ভাড়া ৮০৫/- টাকা নির্ধারণ করা হয়। বর্ণিত ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশকে অমান্য করে দরপত্র আহ্বান না করে সরকার নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম মাসিক ভাড়া ধার্য করায় মে/২০০৩ হতে জুন/২০১১ পর্যন্ত সময়ে সরকারের ২২,২৩,৪৬,৩২৪ টাকা ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট- ‘ক-১’)।
- চাউল মার্কেটের বিস্তারিত লে-আউট, আয়তন, প্রতিটি দোকানের সাইজ সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহের অনুরোধ জানানো হলেও কোন সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। নিরীক্ষাকালে সরেজমিন যাচাই এ দেখা যায় নিউ মার্কেটে ৩০টি দোকান আছে যার প্রতিটি গড় আয়তন ২৭.৮৮ বর্গমিটার। অথচ নবায়নের মাধ্যমে ১-১-৯৭ হতে ৩১-১২-২০১৭ পর্যন্ত ২০ বৎসর মেয়াদী লিজ চুক্তির আওতায় প্রতি বর্গফুঃ-১.৫০ টাকা হারে প্রতি পাঁচ বৎসর পর পর ১০% বৃদ্ধি হারে লিজ চুক্তি নবায়ন করা হয়। ফলে দরপত্র আহ্বান ব্যতীত সরকারি হার (প্রতি বর্গমিঃ ৫০০ টাকা), অপেক্ষা কম হারে দোকান ভাড়া ধার্য করায় ৩,৯৫,২৮,৩০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে (মে/২০০৩ হতে জুন/২০১১ পর্যন্ত সময়ে) (পরিশিষ্ট- ‘ক-২’)।
- প্রান্তিক মার্কেট, রূপসা মার্কেট ও শিরোমনি মার্কেটের দরপত্র আহ্বান ব্যতীত সরকারি হার অপেক্ষা কম হারে দোকান ভাড়া ধার্য করায় মে/২০০৩ হতে জুন/২০১১ সময়ে ১২,২৪,৮৭,১৮২ টাকা ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট- ‘ক-৩(১), ক-৩(২), ক-৩(৩)]।
- নথি নং-বৈঃ/বঃ-৭৫৯/৯৪-০৮ পর্যালোচনায় দেখা যায় কেডিএ নিউ মার্কেটের পূর্ব কোনায় ৫২৭৬ বর্গফুট (৪৯০.৩৩ বর্গমিঃ)ফাস্টফুড/খাবার তৈরীর রেস্টুরেন্ট “গ্রীল হাউজ”কে প্রতিবর্গফুট ১.৫০ টাকা দরে মাসিক ৭৯৪ টাকা ভাড়া চুক্তিতে ৬/১১/০৯ তারিখ পর্যন্ত লিজ দেয়া হয়। নিরীক্ষাকার্য চলাকালীন পর্যন্ত সরকার

নির্ধারিত হারে মাসিক ভাড়া নির্ধারণ করতঃ নতুন লিজ চুক্তি সম্পাদন করা হয়নি। নভে/০৯ হতে জুন/১১ পর্যন্ত ভাড়া বাবদ (৫০০ টাঃ × ৪৯০.৩৩ বঃমিঃ × ২০ মাস) = ৪৯,০৩,৩০০/- টাকা আদায়যোগ্য ছিল। কিন্তু ধার্য করা হয়েছে (৫২৭৬ বঃ ফুঃ × ১.৫০ টাকা × ২০ মাস) = ১,৫৮,২৮০ টাকা। ফলে ক্ষতি হয়েছে = (৪৯,০৩,৩০০ - ১,৫৮,২৮০) = ৪৭,৪৫,০২০ টাকা (পরিশিষ্ট-ক-৪)। [সরকারি ভাড়ার হার প্রতি বঃমিঃ ৫০০ টাকা]

- সুতরাং মোট ক্ষতি
(২২,২৩,৪৬,৩২৪ + ৩,৯৫,২৮,৩০০ + ১২,২৪,৮৭,১৮২ + ৪৭,৪৫,০২০) = ৩৮,৯১,০৬,৮২৬ টাকা।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয় শাখা-০৭ এর স্মারক নং-স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৭/বিবিধ-২৭/২০০৩-১৯৪(৫৫৪) তারিখঃ ২৩-৩-২০০৩ খ্রিঃ এর আলোকে সিটি কর্পোরেশন ও বিভাগীয় সদরভুক্ত এলাকায় সরকারি জমিতে স্থাপিত দোকানের মাসিক ভাড়া প্রতি বঃমিটার ৫০০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে যা ২৩-৪-২০০৩ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর।
- সরকার অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী সরকার অধিগ্রহণকৃত/মালিকানাধীন জায়গার সকল বাণিজ্যিক প্লট/ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে বরাদ্দ/ইজারা প্রদান করতে হবে। কিন্তু খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে অবস্থিত পরিশিষ্টে বর্ণিত মার্কেটসমূহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বরাদ্দ প্রাপ্তদের দরপত্র আহ্বান না করে ভাড়া চুক্তি/ইজারা নবায়নের মাধ্যমে বৎসরের পর বৎসর বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে।
- নিরীক্ষাকালে কেডিএ নিউ মার্কেট, পার্শ্বে নিউ মার্কেট (চাউল মার্কেট) মার্কেট, প্রান্তিক মার্কেট, রূপসা মার্কেট ও শিরোমনি মার্কেটের বিস্তারিত লে-আউট, আয়তন, প্রতিটি দোকানের সাইজ সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহের অনুরোধ জানানো হলেও কোন সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। নিরীক্ষাকালীন সময়ে সরেজমিন যাচাইএ প্রতিটি মার্কেটের দোকান সংখ্যা ও প্রতিটি দোকানের গড় সাইজ সংগ্রহ করা হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- উক্ত সময়ে উপযোগী হারে ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছিল। তারপর ভাড়া বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতঃ ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং বর্ধিত হারে ভাড়া আদায় করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সরকার নির্ধারিত হারে ভাড়া ধার্য ও আদায় না হওয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে বর্ণিত টাকা।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১৪-০৯-২০১১ খ্রিঃ ও ১১-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৭-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৬-০৯-২০১২ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- বর্ণিত অনিয়মের জন্য সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।
- সরকার নির্ধারিত হারে ভাড়া ধার্য করতঃ আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমার প্রমাণকসহ অডিটকে অবহিত করা আবশ্যিক।

শিরোনাম : মংলা মাস্টার প্লান প্রণয়ন কাজে নিয়োজিত কনসালট্যান্ট এর বিল হতে নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে মূসক কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ২৭,২১,৪৫৩ টাকা।

বিবরণ :

- চেয়ারম্যান, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনার ২০০৯-১০ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষায় “কনসালটেন্সি সার্ভিস ফর প্রিপারেশান অব স্ট্রাকচার প্ল্যান, মাস্টার প্ল্যান এন্ড ডিটেইল্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর দ্যা এক্সিকিউশন অব খুলনা মাস্টার প্ল্যান এরিয়া আপ টু মংলা টাউন” কাজের নথি ও অন্যান্য রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনায় বর্ণিত ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়েছে (পরিশিষ্ট -খ)।
- বর্ণিত কনসালটেন্সি (জরিপ কাজ) কাজ সম্পাদনের জন্য ইপিসি এবং এসসিপিএল এর সহিত ৪,২১,৯৩,০৭৮ টাকায় চুক্তি সম্পাদন করা হয়। বর্ণিত কাজের বিপরীতে নিরীক্ষাকাল পর্যন্ত চলতি বিলের মাধ্যমে সর্বমোট ২,৭০,০৩,৫৭০/- টাকা পরিশোধ করা হয়।
- মূসক ধার্যকরণ বিধিমালা/০৪ এর আলোকে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন নং- এসআর ও -১৭৩/এআইএন/ ২০০৪/ তারিখ ১০-৬-২০০৪ মোতাবেক জরিপ কাজে ১৫% মূসক ধার্য হয়েছে যা অপরিবর্তিত আছে।
- সে অনুযায়ী কনসালটেন্সি (জরিপ) সার্ভিসের বিল হতে ১৫% হারে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) কর্তনযোগ্য। সে মোতাবেক পরিশোধিত ২,৭০,০৩,৫৭০/- টাকার বিল হতে মূসক বাবদ ৪০,৫০,৫৩৪ টাকা কর্তনযোগ্য হলেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মাত্র ১৩,২৯,০৮১ টাকা কর্তন করেছে।
- ফলে রাজস্ব বোর্ড নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে মূসক কর্তন করায় সরকারের ২৭,২১,৪৫৩ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- প্রকল্পাধীন সময়ে জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান প্রকল্প পরিচালক এবং জনাব মাজরুল কবীর প্রধান অর্থ ও হিসাব কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- কনসালট্যান্ট ফার্মের সাথে কেডিএর সহিত যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল সেখানে ৪.৫০% ভ্যাট উল্লেখ ছিল।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব নিরীক্ষায় গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ১৪-৬-২০০৪ খ্রিঃ তারিখের এস, আর ও অনুযায়ী কনসালটেন্সি/জরিপকারী সংস্থার উপর ১৫% মূসক আরোপ করা হয়েছে, যা অপরিশোধিত রয়েছে কনসালট্যান্ট এর সহিত ১৬-৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে বিধায় নিম্নহারে চুক্তি সম্পাদনের সুযোগ নাই।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১৪-০৯-২০১১ খ্রিঃ ও ১১-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৭-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৬-০৯-২০১২ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায় নাই।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।
- সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে এবং এ জাতীয় অন্যান্য কনসালটেন্সি কাজে ১৫% মূসক আদায় নিশ্চিত করে প্রমাণকসহ অডিটকে অবহিত করা আবশ্যিক।

শিরোনাম : সরকার অনুমোদিত লে-আউট প্লানের আলোকে কেডিএ কর্তৃক নির্মিত আন্তঃজেলা বাস টার্মিনালের এলাকায় আবাসিক/বাণিজ্যিক প্লটের অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও লে-আউটভুক্ত এলাকায় অনিয়মিতভাবে বাণিজ্যিক কাম-আবাসিক প্লট দেখিয়ে ৪৩,১৯,৮৮৫ টাকার বরাদ্দ প্রদান।

বিবরণ :

- চেয়ারম্যান, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনার ২০০৯-১০ অর্থবছরের নিরীক্ষাকালে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত এবং কেডিএ কর্তৃক নির্মিত খুলনা আন্তঃজেলা বাস টার্মিনালে মৌলিক সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণ প্রকল্পের লে-আউট প্লান এর প্লট বরাদ্দ নথি নং-বে/ব-২৮৪/২০০৯ ও অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় বর্ণিত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে :
- ১-৪-১৯৯৬ খ্রিঃ তারিখে প্রণীত লে-আউট (সংযুক্ত) অনুযায়ী বাস টার্মিনালভুক্ত এলাকা কাটাতারের বেড়া দ্বারা চিহ্নিত করে টার্মিনাল এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে, যা পূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত।
- টার্মিনালের সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাটাতার দ্বারা সীমানা চিহ্নিত লে-আউটভুক্ত এলাকায় মসজিদ, বাস পার্কি, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, পাবলিক টয়লেট, গাড়ির ওয়াসিং সেন্টার, ক্যান্টিন, কাঁচাবাজার ইত্যাদি থাকলেও কোন আবাসিক/ বাণিজ্যিক প্লটের অস্তিত্ব নেই।
- ২৪-১১-২০০৩ খ্রিঃ সালের সংশোধিত লে-আউট প্লান এ কোন আবাসিক/বাণিজ্যিক প্লটের সংস্থান ছিল না। অনুমোদিত লে-আউট প্লানের টার্মিনাল হতে গাড়ি প্রবেশ/বহির্গমন পথের সামনে ৬০-০০ ফুট প্রশস্ত আউটার সার্কুলার রোডের অপর পাশে বাণিজ্যিক প্লট দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ বাস প্রবেশ ও বহির্গমনে যাতে কোন প্রতিবন্ধকতা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে টার্মিনালের সাথে রাস্তার পার্শ্বে কোন প্লটের অনুমোদন দেয়া বা রাখা হয়নি।
- সে মোতাবেক টার্মিনালের গাড়ির বহির্গমন পথের বাম পাশে কেন্টিন ও কাঁচাবাজারের সামনে লে-আউটভুক্ত বাইপাস রেঞ্জের সামনে কোন আবাসিক/বাণিজ্যিক প্লট ছিল না। দৌলতপুরমুখী রাস্তার অংশে কাঁচা বাজারের কাছে বাণিজ্যিক কাম আবাসিক প্লট নং-১২২, ১২১(১), ১২১ ডব্লিউ এ ইত্যাদি লে-আউট প্লানে আছে। সেখানে প্লট নং ১২৩ ও ১২৪ এর অস্তিত্ব লে-আউট প্লানে নেই।
- কিন্তু বিধি বহির্ভূতভাবে টার্মিনালের কাঁচাবাজার এর সামনে বাইপাস সড়কে বাণিজ্যিক কাম-আবাসিক প্লট দেখিয়ে ইতিমধ্যে ১২৪ নং প্লট জনৈক মোঃ আবিদ আমীরকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং ১২৩ নং প্লট বরাদ্দের প্রক্রিয়া চলছে। স্মারক নং- ১৩০৮ তারিখঃ ১৫-২-২০০৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে প্লটটি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং নতুন প্লট সৃষ্টিতে লে-আউট সংশোধন করা হয়নি এবং সংশোধিত লে-আউট পূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি।
- নিরীক্ষাধীন সময়ে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ শফিকুল ইসলাম ও জনাব শামীম জেহাদ যথাক্রমে চেয়ারম্যান ও সিনিয়র এস্টেট অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- আউটার বাইপাস ১ম পর্যায়ের হুকুম দখল জমির অন্তর্ভুক্ত ১২৪ নং প্লটের আবেদন; আন্তঃজেলা বাস টার্মিনালের জমির ডিএ'র ১২৪ নং বাণিজ্যিক প্লটের আবেদন নহে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সঠিক নয়। নিরীক্ষা আপত্তির সমর্থনে বাস টার্মিনালের লে-আউট প্লান সংযুক্ত করা হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১৪-০৯-২০১১ খ্রিঃ ও ১১-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৭-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৬-০৯-২০১২ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায় নাই।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- অনিয়মের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিটকে অবহিত করা আবশ্যিক।

শিরোনাম : জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক সরকারি আয়কর বা ভ্যাট বিলম্বে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য সুদ বাবদ অনাদায়ী ৮২,১৪,৮৪৭ টাকা।

বিবরণ :

- চেয়ারম্যান, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনার ২০০৯-১০ অর্থবছরের হিসাব স্থানীয়ভাবে ২২-৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ৫-৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালীন আয়কর জমার রশিদ যাচাইয়াত্তে পরিলক্ষিত হয় যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা পরিপন্থীভাবে নির্ধারিত সময়ে আয়কর সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়নি। বিলম্বে জমা প্রদানের জন্য সুদ বাবদ অনাদায়ী ৮২,১৪,৮৪৭ টাকা (পরিশিষ্ট-গ)।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্মারক নং-২/২/মুসকঃ বাস্তব সেবা আঃ/৯৬ তারিখঃ ৩১-৮-১৯৯৯ খ্রিঃ মোতাবেক সরকারি আয়কর ও ভ্যাট বিলম্বে জমার জন্য প্রতি মাসে ২% হারে সুদ প্রদান করতে হবে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- বিলম্বে আয়কর প্রদানের জন্য আয়কর অধ্যাদেশের বিধান মতে সুদ প্রযোজ্য হলে কেডিএ কর্তৃপক্ষ আয়কর অফিসের চাহিদার প্রেক্ষিতে তা পরিশোধ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব স্বীকৃতিমূলক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশ অমান্য করে বিলম্বে সরকারি কোষাগারে আয়করের আসল টাকা জমা প্রদান করলেও সুদ প্রদান করা হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১৪-০৯-২০১১ খ্রিঃ ও ১১-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৭-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৬-০৯-২০১২ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায় নাই।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক উক্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতঃ প্রমাণকসহ অডিটকে অবহিত করা আবশ্যিক।

শিরোনাম : ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসনের জন্য প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে একই পরিবারের একাধিক সদস্যদের অনিয়মিতভাবে প্লট বরাদ্দ।

বিবরণ :

- চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক) অফিসের ২০০৮-২০১০ অর্থবছরের হিসাব ৩০-৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৮-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে সময়ে ষোলশহর হালকা শিল্প এলাকার সি ব্লকে ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত নথি নম্বর ইউ/ষোলশহর পুনর্বাসন/৩০/শিল্প প্লট-২ পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, বরাদ্দ নীতিমালার নির্দেশের পরিপন্থীভাবে একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তিকে পরিশিষ্ট-ঘ এর বর্ণনা অনুযায়ী সর্বমোট ১৯টি প্লট অনিয়মিতভাবে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ক্ষতিগ্রস্থদের বরাদ্দ নীতিমালার আলোকে এক ব্যক্তির (ক্ষতিগ্রস্থ) অনুকূলে প্রাপ্যতা অনুযায়ী একটি প্লট বরাদ্দ প্রদানের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও আলোচ্য ক্ষেত্রে তা প্রতিপালন করা হয়নি।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- নথিপত্র পর্যালোচনা করে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- অনুরূপ ধরনের জবাব সাময়িকভাবে দায়িত্ব এড়ানোর প্রচেষ্টা বলে প্রতীয়মান হয়।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ০৬-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১১-১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১০-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- এ অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

প্রাপ্যতার অতিরিক্ত বরাদ্দকৃত প্লটের বরাদ্দ বাতিল করে অন্য ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে বিতরণ করা প্রয়োজন।

শিরোনাম : নির্ধারিত সময় অপেক্ষা দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হলেও সুদাসলে কর্তৃপক্ষের পাওনা আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় সরকারি রাজস্ব ক্ষতি ১,২০,২২,২১০ টাকা।

বিবরণ :

- চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক) অফিসের ২০০৮-২০১০ অর্থবছরের হিসাব ৩০-৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৮-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে মোহরা শিল্প এলাকা (নক্সাস) এর ৩৫.৪৯৬ কাঠা জমি বরাদ্দ এবং মূল্য আদায় সম্পর্কিত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, কর্তৃপক্ষের ১৩-১-২০০৯ তারিখে ১২ নম্বর বরাদ্দ পত্রের মাধ্যমে ৩০(ত্রিশ) দিন সময়ের মধ্যে ২,৪৩,৭৩,১০২ টাকা এককালীন পরিশোধ করার শর্তে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। (পরিশিষ্ট-৬)
- কিন্তু বরাদ্দ গ্রহীতা সমুদা কেমিক্যাল কমপ্লেক্স কর্তৃক ১২-২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে ১,৪৮,৩১,২৫১ টাকা পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট (২,৪৩,৭৩,১০২-১,৪৮,৩১,২৫১) = ৯৫,৪১,৮৫১ টাকা নিরীক্ষা চলাকালীন অর্থাৎ ৩০-৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত পরিশোধ হতে বিরত থাকেন।
- ফলে পরিশিষ্টের বর্ণনা অনুযায়ী বিলম্বের সুদসহ কর্তৃপক্ষের নিকট (৯৫,৪১,৮৫১+২৪,৮০,৩৫৯)= ১,২০,২২,২১০ টাকা পাওনা হলেও তা আদায়ের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সুদাসলে কর্তৃপক্ষের পাওনা আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব স্বীকৃতিমূলক হলেও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা বরাদ্দ পত্রের শর্তানুযায়ী ৩০ দিন সময়ের মধ্যে সমুদয় পাওনা আদায়যোগ্য ছিল।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় ০৬-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১১-১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১০-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- নির্ধারিত সময়ে রাজস্ব আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যিক।
- সত্বর সুদাসলে কর্তৃপক্ষের পাওনা আদায় করা আবশ্যিক।

শিরোনাম : অনুমোদিত নকশা বহির্ভূতভাবে ইমারত নির্মাণকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি; নির্মাণ বিধিমালার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

বিবরণ :

- চেয়ারম্যান চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক) অফিসের ২০০৮-২০১০ অর্থ বছরের হিসাব ৩০-৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৮-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে ইমারত নির্মাণ, অনুমোদিত নকশা/বিসিএন নথিপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, ইমারত নির্মাণকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান অনুমোদিত নকশা বহির্ভূতভাবে ইমারত নির্মাণ করছেন। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিধিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি (পরিশিষ্ট-৮)।
- ইমারত নির্মাণ অনুমতি পত্রের শর্ত-৫ অনুযায়ী অনুমোদিত নকশার কোন ব্যতিক্রম ঘটিয়ে ইমারত নির্মাণ/সীমানা দেয়াল নির্মাণ করা হলে অত্র নকশার অনুমোদন বাতিল বলে গণ্য হবে এবং উচ্চ নির্মাণ করিবার অপরাধে ইমারত নির্মাণ আইন/১৯৫২ ও সংশোধিত আইন/১৯৮৭ অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নোটিশ ইস্যু করার পর আর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে ইমারত নির্মাণ বিধিমালার শর্ত লঙ্ঘন করা হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- অবৈধভাবে নকশা বহির্ভূত ইমারত নির্মাণকারীগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা পরিশিষ্টে বর্ণিত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ দীর্ঘ ৩ (তিন) বছর পূর্বে নকশা বহির্ভূত ভবন নির্মাণ করলেও ১০/২০১০ মাস পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় ০৬-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১১-১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১০-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়িত্ব অবহেলার জন্য দায়ী ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।
- নকশা বহির্ভূত ইমারত নির্মাণকারীগণের বিরুদ্ধে গৃহীত আইনানুগ ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিরীক্ষাকে অবহিত করা প্রয়োজন।

শিরোনাম : বরাদ্দপত্র এবং লীজ ডীডের শর্ত ভঙ্গ করে আবাসিক হিসাবে বরাদ্দকৃত প্লট বাণিজ্যিক হিসাবে ব্যবহার করা সত্ত্বেও কনভারশন ফি আরোপ এবং আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১,২০,৩৭,৫০০ টাকা ।

বিবরণ :

- চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক) অফিসের ২০০৮-২০১০ অর্থবছরের হিসাব ৩০-৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৮-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে চাঁদগাঁও এবং আত্মবাদ এলাকার আবাসিক হিসাবে বরাদ্দকৃত প্লটকে বাণিজ্যিক হিসাবে ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র এবং সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয় ।
- এতে দেখা যায় যে, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চাঁদগাঁও এবং আত্মবাদ আবাসিক হিসাবে বরাদ্দকৃত প্লট অনাবাসিক (বাণিজ্যিক) হিসাবে ব্যবহার করার বিষয়টি অনিয়মিত হলেও উপরোক্ত আবাসিক এলাকাদ্বয়ে অনেক প্লটকে বাণিজ্যিক হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে (পরিশিষ্ট-ছ) ।
- পূর্ত মন্ত্রণালয়ের ১১-৩-২০০৩ তারিখের প্রজ্ঞাপন নম্বর শাখা প/৩ এ-২/৯৭(অংশ)৪৫৬ এর আলোকে আবাসিক হিসাবে বরাদ্দকৃত প্লটকে বাণিজ্যিক হিসাবে ব্যবহারের জন্য সরকার নির্ধারিত মূল্যের ২৫% হারে কনভারশন ফি আরোপ এবং আদায়যোগ্য হলেও নিরীক্ষাধীন অফিস কর্তৃক এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় নির্দিষ্টকৃত ৫টি প্লটের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের ১,২০,৩৭,৫০০ টাকা রাজস্ব আদায় জনিত ক্ষতি হয়েছে ।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরে জবাব দেয়া হবে ।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- অনুরূপ ধরনের জবাব সাময়িকভাবে দায়িত্ব এড়ানোর প্রচেষ্টা বলে প্রতীয়মান হয় ।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় ০৬-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় । পরবর্তীতে ১১-১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১০-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয় । অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি ।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- কনভারশন ফি আদায় করা প্রয়োজন এবং দায়িত্ব অবহেলার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক ।

অনুচ্ছেদ-১১

শিরোনাম : চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ভবনের স্পেস ব্যবহারকারীগণের নিকট হতে বকেয়া ভাড়া আদায় না করায় ৮৪,০৯,৩৩৮ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ :

- চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক) অফিসের ২০০৮-২০১০ অর্থবছরের হিসাব ৩০-৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৮-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে কর্তৃপক্ষের এনেত্র ভবনের স্পেস ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হতে ভাড়া আদায় সংক্রান্ত লেজার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, স্পেস ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হতে ভাড়া আদায় করার কোন সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই। ফলে পরিশিষ্ট-জ এর বর্ণনা অনুযায়ী স্পেস ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের নিকট নির্ধারিত হারে নির্দিষ্ট সময়ে ভাড়া আদায় না করায় ৮৪,০৯,৩৩৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে।
- সি,পিডব্লিউ এ কোডের ১৭৭(এ) নম্বর অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী রাজস্ব আদায় ও যথাযথভাবে হিসাবে জমা করা বিভাগীয় কর্মকর্তার দায়িত্ব (পরিশিষ্ট -জ)।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব স্বীকৃতিমূলক হলেও গ্রহণযোগ্য নয়। নির্ধারিত সময়ে পাওনা আদায়ের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় ০৬-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১১-১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১০-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দ্রুত বকেয়া ভাড়া আদায় করা আবশ্যিক।
- সরকারি রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ-১২

শিরোনাম : বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের আলোকে শিল্প প্লটকে বাণিজ্যিক প্লটে রূপান্তর ফি বাবদ আদায়যোগ্য অর্থ আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ৮৩,৮৬,০০০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ :

- চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক) অফিসের ২০০৮-২০১০ অর্থ বছরের হিসাব ৩০-৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৮-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত কার্যকর করণ এবং ফৌজদারহাট শিল্প এলাকার প্লট নম্বর পি-৬ এর বাণিজ্যিক হিসাবে ব্যবহারের অনুমোদন প্রদান সংক্রান্ত নথি ও কনভারশন ফি আরোপ এবং আদায় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, মেসার্স জাহাঙ্গীর প্রাইভেট (লিঃ) নামক প্রতিষ্ঠানকে উপরোক্ত প্লটের ৪১.৯৩ কাঠা জমি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হলে বরাদ্দ গ্রহীতা কর্তৃক তা না করে বর্ণিত জায়গা বাণিজ্যিক হিসাবে ব্যবহারের জন্য আবেদন করেন।
- আবেদনের ভিত্তিতে ৩৭৭ তম সভা (১১/২০০৮) এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাঠা প্রতি নির্ধারিত মূল্যে ৫০% হারে কনভারশন আরোপের বিষয়টি অনুমোদিত হলেও ~~পরিশিষ্ট-৯~~ এর বর্ণনা অনুযায়ী নিরীক্ষা চলাকালীন সময় অর্থাৎ ৯/২০১০ মাস ৮৩,৮৬,০০০ টাকা আদায়ের কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ৫০% কনভারশন ফি পরিশোধের জন্য বরাদ্দ গ্রহীতাকে পত্র লিখা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা শিল্প স্থাপনের পরিবর্তে বাণিজ্যিক হিসেবে বর্ণিত প্লটটি ব্যবহৃত হওয়ায় বোর্ড সভা কর্তৃক কনভারশন ফি আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় ০৬-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১১-১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১০-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর আধা-সরকারী পত্র জারী করা হয়। অদ্যবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- সত্বর কনভারশন ফি আদায় করা আবশ্যিক।
- নির্ধারিত সময়ে রাজস্ব আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

স্বাক্ষরিত

(নুরুল নাহার)

মহাপরিচালক

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।